বিচারের দিন সৎ ও বদ আমল দাঁড়িপাল্লায় মাপা হবে।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আজকের আলোচনার বিষয়: বিচারের দিন সৎ আমল ও বদ আমল দাঁড়িপাল্লায় মাপা হবে।

তিনটি মূল অক্ষর (ن, ز, و) ওয়াও, যা ও নুন থেকে নির্গত তিনটি শব্দ : وَزْنُ ,ميزَان ,وَزَنَ

পবিত্র কুরআন মজিদে যথাক্রমে ৩ বার, ১৬ বার ও ৩ বার করে মোট ২২ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

وَزَنَ -ফরম ১ ক্রিয়া; অর্থ: মেপে দেওয়া।

ميزَان- বিশেষ্য; অর্থ: দাঁড়িপাল্লা।

وَزْنُ- বিশেষ্য; অর্থ: পরিমাপ।

মিজান বা দাঁড়িপাল্লা সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও কতিপয় হাদিস এখানে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

পবিত্র কুরআনের ৭ নম্বর সূরা আ'রাফ এর ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে:

وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

-আর যেদিন (বিচারের দিন) ন্যায় ও সঠিকভাবে (প্রত্যেকের আমল) ওজন করা হবে, সুতরাং যাদের (সৎ আমলের) পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে কৃতকার্য ও সফলকাম। (৭:৮)

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ

-আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা হবে সেই সব লোক যারা নিজেদের ধ্বংস ও ক্ষতি নিজেরাই করেছে। কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহকে (আয়াতকে) প্রত্যাখ্যান করেছে। (৭:৯)

পবিত্র কুরআনের ২১ নম্বর সূরা আম্বিয়ার ৪৭ নম্বর আয়াতের ইরশাদ হচ্ছে:

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ

-এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করবো ন্যায় বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমান ওজনেরও হয়, তও আমি উপস্থিত করবো; হিসাবগ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। (২১:৪৭)

পবিত্র কুরআনের ২৩ নম্বর সূরা মু'মিনুন এর ১০২ ও ১০৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

- সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবার তারাই হবে সফলকাম। (২৩:১০২)

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ

-আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। (২৩:১০৩)

পবিত্র কুরআনের ১০১ নম্বর সূরা কা'রিয়াহ এর ৬৭,৬৮ ও ৬৯ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:

فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ

-তখন যার পাল্লা ভারী হবে (১০১:৬)

فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ

-সে তো লাভ করবে প্রীতিপদ জীবন (১০১:৭)

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ

-এবং যার পাল্লা হালকা হবে (১০১:৮)

فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ

-তার স্থান হবে হা'বিয়ায় (উত্তপ্ত আগুন) (১০১:৯)

এ বিষয় কয়েকটি হাদিস:

- **মুসলিম ৪/২০৯২:**

  আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন: ২টি কথা এমন যে মুখে বলতে গেলে কথায় হালকা, পাল্লায় ভারী এবং রহমানের (আল্লাহর) নিকট খুবই পছন্দনীয়। তা হলো:

  سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمدِهِ سُبحَانَ اللَّهِ العَظِيم

  -আমি আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা করছি, পবিত্র ঘোষণা করছি আমি মহান আল্লাহর।

- **আহমদ ৪/২৮০:**

  আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একজন সাহাবী রাসূল (সাঃ) এর সামনে এসে বসলেন।এবং বললেন; হে রাসূল! আমার দুটি গোলাম (ক্রীতদাস) রয়েছে, যারা মিথ্যা কথা বলে, খিয়ানত করে এবং আমার বিরুদ্ধাচারণ করে। আমি তাদেরকে মার্ ধরও করি এবং গালমন্দও করি। এখন বলুন তাদের ব্যাপারে আমার অবস্থান কি হবে?

  উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেন: তাদের খিয়ানত, অবাধ্যচরণ, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি একত্র করে হবে। আর তাদেরকে তোমার মারধর, গালমন্দ ইত্যাদি করাও জমা করা হবে। অতঃপর তোমার শাস্তি যদি তাদের অপরাধের সমান হয় তাহলে তো তুমি পরিত্রান পেয়ে যাবে।

  তোমার শাস্তিও হবে না এবং পুরস্কার ও পাবে না। যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তাহলে তুমি দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করবে। আর যদি

তোমার শাস্তি তাদের দোষের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে তোমার ওই বেশি শাস্তির প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

শুনে সাহাবী উচ্চ সুরে কাঁদতে শুরু করেন। তখন রাসূল (সাঃ) বলেন, তার কি হলো? তিনি কি কুরআনের ২১ নম্বর সূরা আম্বিয়ার ৪৭ নম্বর আয়াতটি পরে নি?

(এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করবো ন্যায় বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমান ওজনেরও হয়, তও আমি উপস্থিত করবো; হিসাবগ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। (২১:৪৭))

সাহাবী তখন বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এদের থেকে পৃথক হওয়া ছাড়া অন্য কিছুই আমি আর ভালো মনে করছি না। আপনি সাক্ষী থাকুন যে আমি এদেরকে মুক্ত করে দিলাম।

- তিরমিযী ৭/৩৯৫

একজন লোককে একটি কাপড়ের টুকরো দেয়া হবে এবং ওটা এক পাল্লায় রাখা হবে। আর অপর পাল্লায় রাখা হবে কাগজের ৯৯ তা বস্তা। একটি বস্তা এতো বড় যে, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ওই কাগজের টুকরায় (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) লিখা থাকবে। লোকটি বলবে, কোথায় ঐ কাগজের টুকরো এবং কোথায় ঐ বড় বড় বস্তাগুলো ভর্তি আমার গুনাহসমূহ?

তখন আল্লাহ বলবেন, আজ তোমার উপর কোনো জুলুম হবে না।

রাসূল (সাঃ) বলেন যে, তার পাপরাশির বস্তাসমূহ এক পাল্লায় হালকা হয়ে যাবে এবং ঐ কাগজ খন্ডের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।

- আহমদ ১/৪২০:

  আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসুদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূল (সাঃ) তার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, তোমরা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসুদ (রাঃ) এর সরু সরু পা দেখে কেন বিস্ময় বোধ করছো? আল্লাহর শপথ। এটা দাঁড়িপাল্লার ওজন করলে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি হবে।

এ সমস্ত হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে কখনও ওজন করা হবে আমল, কখনও ওজন করা হবে আমলনামা ও কখনও আ'মলকারীকে। এসব বিষয়ে আল্লাহ সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, বিচারের দিন আল্লাহ তায়ালা ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সমস্ত ভালো ও মন্দ কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন। বান্দার উচিত দুনিয়াতে বেশি বেশি সৎ কাজ করা এবং মন্দ কাজ পরিহার করা। বান্দাহ মন্দ কাজ করে ফেললে অনুতপ্ত হবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আশা করা যায় আল্লাহ তা'য়ালা প্রকৃত মু'মিন, সৎ আমলকারী ও তাওবা ইস্তেগফারকারী বান্দাহকে ক্ষমা করে নেকির পাল্লা ভারী করে দেবেন। এবং জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাত দান করবেন। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখুন।

আমিন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।